বাংলাদেশে আইন দ্বারা সুরক্ষিত হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছ

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছ নরম হাড়যুক্ত এবং অন্যান্য মাছের মতো এদের ফুলকাছিদ্র কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে না। বেশিরভাগ হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছই খাদ্যশৃঙ্খলের উপরের স্তরের খাদক যাদের শক্তিশালী চোয়াল থাকে এবং শিকারকে সনাক্ত করতে এরা স্পর্শক্ষমতা, ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করে। শাপলাপাতা মাছের দেহ চ্যাপ্টা এবং চওড়া পার্শ্বপাখনা মাথার সাথে সংযুক্ত। এদের চোখ মাথার উপরিভাগে তবে মুখ ও ফুলকাছিদ্র দেহের নিচের দিকে থাকে।

সুস্থ সাগর ও সুস্থ জনগণ নিশ্চিত করতে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যদি হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে মৎস্যসম্পদ ভেঙ্গে পড়বে, যার অর্থ জেলেরা তাদের কর্মসংস্থান হারাবে এবং মানুষের খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে।

প্রচুর পরিমাণে ধরা, মারা পড়া ও ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ দ্রুতই চিরতরে বিলুপ্ত হওয়ার শঙ্কায় রয়েছে। এদের পাখনা, ফুলকাছিদ্র, চামড়া শুকিয়ে বিদেশে পাঠানো হয়। আমাদের দেশে কিছু লোক এদের মাংস খায় এবং স্বল্পমূল্যের দেহাংশ প্রক্রিয়াজাত করে পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।

সাগরের অভিভাবক সুস্থ সাগর ও সুস্থ জনগণ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখে।

রক্ষিত এলাকা, প্রজাতি সম্পর্কিত, এবং মৎস্য আইন মেনে চলে।

আইন দ্বারা সুরক্ষিত প্রজাতি নিরাপদে সমুদ্রে ছেড়ে দেয়।

অন্যদের সাগরের অভিভাবক হতে অনুপ্রাণিত করে।

WE STAND FOR WILDLIFE℠

হাঙ্গর

S. lewini

I II

হাতুড়ি হাঙ্গর/কাইন্যা/কাউন্যা/জুলিয়া মাগর
Hammerhead sharks Sphyrnidae

হাতুড়ি হাঙ্গরদের মাথা হাতুড়ি আকৃতির। এদের চওড়া মাথার দুই পাশে চোখ অবস্থিত যা এদেরকে সর্বদা উপরে ও নিচে দেখতে সাহায্য করে। এরা প্রায় ২০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং বিশাল আকারের পাখনা ব্যবহার করে যেকোনো দিকে দ্রুত মোড় নিতে পারে। স্ত্রী হাতুড়ি হাঙ্গর ১৫ বছর বয়সে বা ৫ ফুট লম্বা হলে বাচ্চা দিতে সক্ষম হয়।

A. superciliosus

I II

কাস্তে হাঙ্গর
Thresher sharks Alopiidae

কাস্তে হাঙ্গরদের লেজ অনেক লম্বা, দেখতে কাস্তের মতো। লেজ দিয়ে শিকারকে আঘাত করে অজ্ঞান করার মাধ্যমে এরা খাবার খায়। এরা প্রায় ১৬ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং সাগরের গভীরে বিচরণ করে। স্ত্রী কাস্তে হাঙ্গর বাচ্চা দিতে উপকূলীয় অগভীর পানিতে আসে এবং ১২ মাস গর্ভধারণের পর সাধারণত ২টি বাচ্চা দেয়।

I NL

বড়পাখ চিনারি হাঙ্গর
Broadfin shark *Lamiopsis temminckii*

বড়পাখ চিনারি হাঙ্গর প্রায় ৬ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের পাখনা অনেক চওড়া এবং পিঠপাখনাদ্বয় প্রায় একই আকারের। দুর্লভ প্রজাতির এই হাঙ্গর সাধারণত উপকূলীয় অগভীর পানিতে বাস করে। স্ত্রী চিনারি হাঙ্গর ৮ মাস গর্ভধারণের পর ৪-৮ টি বাচ্চা দেয়।

II II

রেশমি/সিল্কি হাঙ্গর
Silky shark *Carcharhinus falciformis*

রেশমি হাঙ্গরের চামড়া মসৃণ ও তামাটে এবং এদের প্রথম পিঠপাখনা গোলাকার। এরা প্রায় ১২ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। জীবনের প্রথম দিকে এরা উপকূলীয় অগভীর পানিতে বাস করে তবে প্রাপ্তবয়স্ক হলে গভীর পানিতে চলে যায়। স্ত্রী হাঙ্গর প্রায় ৭ ফুট পর্যন্ত লম্বা হলে বাচ্চা দেওয়া শুরু করে এবং ১২ মাস গর্ভধারণের পর ৬-১৬টি বাচ্চা দেয়।

II NL

ঘূর্ণি হাঙ্গর/কালা লতাবলি হাঙ্গর
Spinner shark *Carcharhinus brevipinna*

ঘূর্ণি হাঙ্গরেরা উপকূলীয় অগভীর ও গভীর এলাকার মধ্যে দলবদ্ধভাবে মাইগ্রেশন করে। মাছের ঝাঁকের মধ্য দিয়ে এরা প্রায়শই এদের শরীর ঘুরিয়ে শিকার করে। প্রাপ্তবয়স্করা ১০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং এদের সব পাখনার চূড়া/আগা কালো হয়। কিন্তু অল্পবয়স্কদের পায়ুপাখনার চূড়া/আগা কালো হয় না। স্ত্রী হাঙ্গর বাচ্চা দিতে উপকূলীয় অগভীর পানিতে আসে এবং ১২ মাস গর্ভধারণের পর ৩-১৫টি বাচ্চা দেয়।

II NL

ফোঁটালেজী/কালা লতাবলি হাঙ্গর
Spottail shark *Carcharhinus sorrah*

ফোঁটালেজী হাঙ্গরের লেজের নিচের পাখনার চূড়া/আগায় স্পষ্ট কালো ফোঁটা থাকে। এরা ৬ ফুটের বেশি লম্বা হয় এবং গভীর সাগরে বাস করে। স্ত্রী হাঙ্গর ২-৩ বছর বয়সে বাচ্চা দেওয়া শুরু করে এবং প্রতিবারে ১-৮টি বাচ্চা দেয়।

I NL

ঘ-বলি হাঙ্গর
Bull shark *Carcharhinus leucas*

ঘ-বলি হাঙ্গর লম্বায় প্রায় ১২ ফুট পর্যন্ত হয়। এদের নাকের বর্ধিতাংশ চওড়া ও ভোঁতা এবং লম্বায় মুখের চওড়া থেকে কম। এরা উপকূলীয় এলাকার ঘোলা পানিতে বাস করে এবং মিষ্টি পানির নদীতে অনেক দূর পর্যন্ত বিচরণ করে। স্ত্রী বলি হাঙ্গর সাধারণত ১৮ বছর বয়সে বাচ্চা দেওয়া শুরু করে এবং ১০ মাস গর্ভধারণের পর ১-১৪টি বাচ্চা দেয়।

I NL

ভোঁতা বলি হাঙ্গর
Pigeye shark *Carcharhinus amboinensis*

ভোঁতা বলি হাঙ্গর দেখতে অনেকটা ঘ-বলি হাঙ্গরের মতো, তবে এদের পায়ুপাখনা ফ্যাকাশে। এরা প্রায় ১০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এরা সাধারণত উপকূলীয় এলাকার ঘোলা পানিতে বাস করে তবে গভীর পানিতেও বিচরণ করে। স্ত্রী হাঙ্গর ৯-১২ মাস গর্ভধারণের পর ৬-১৩টি বাচ্চা দেয়।

I NL

গাঙ্গেয় চিনারি হাঙ্গর
Ganges shark *Glyphis gangeticus*

গাঙ্গেয় হাঙ্গর পৃথিবীর বিরল প্রজাতির হাঙ্গরগুলোর একটি। এরা প্রায় ৮ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। বড়পাখ চিনারি হাঙ্গরদের মতো এদের পাখনা অনেক চওড়া তবে দ্বিতীয় পিঠপাখনা প্রথম পিঠপাখনার তুলনায় আকারে অর্ধেক এবং প্রথম পার্শ্বপাখনা আকারে বড় ও প্রান্ত বাঁকানো। এদের জীবনচক্র সম্পর্কিত তথ্য খুব একটা জানা যায়নি।

II NL

বাঘা হাঙ্গর
Tiger shark *Galeocerdo cuvier*

অল্পবয়স্ক **বাঘা হাঙ্গরের** গায়ে গাঢ় ডোরাকাটা দাগ থাকে যা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিবর্ণ হয়। এরা প্রায় ২৪ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। স্ত্রী হাঙ্গরের পেটের ভিতর ডিম ফুটে ১০-৮৩টি বাচ্চা বের হয় এবং সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে জন্ম নেওয়ার আগ পর্যন্ত এক বছরেরও বেশি সময় পেটের ভিতরেই থাকে। বাঘা হাঙ্গর উপকূলীয় অগভীর পানিতে তাদের জীবন শুরু করে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হলে ১,০০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত বিচরণ করে।

NL NL

কোদালনাক/ছুরি হাঙ্গর
Spadenose shark *Scoliodon laticaudus*

বাংলাদেশে বেশি ধরা পড়া হাঙ্গরদের মধ্যে **কোদালনাক/ছুরি হাঙ্গর** শীর্ষে। এরা ৩ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং সাধারণত উপকূলীয় অগভীর ও কর্দমাক্ত পানিতে দলবদ্ধ অবস্থায় বাস করে। স্ত্রী হাঙ্গর লম্বায় ১ ফুট হয় এবং দুই বছরের মধ্যে বাচ্চা দেওয়া শুরু করে। এরা ৫-৬ মাস গর্ভধারণের পর ৬-২০টি বাচ্চা দেয় যা প্রায় ৫ ইঞ্চি লম্বা হয়।

NL NL

আঠাইল্যা/সোনালি লতাবলি হাঙ্গর
Grey sharpnose shark *Rhizoprionodon oligolinx*

সরু দেহবিশিষ্ট **আঠাইল্যা/সোনালি লতাবলি** হাঙ্গর লম্বায় প্রায় ৩ ফুট হয়। এরা দেখতে কোদলনাক/ছুরি হাঙ্গরের মতো তবে প্রতিটি চোখের পিছনে ৩-৮টি ছোট ছিদ্র রয়েছে। এরা উপকূলীয় অগভীর এলাকা থেকে ১২০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত বাস করে। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী হাঙ্গর কমপক্ষে ১ ফুট লম্বা হয় এবং ৩-৮টি করে বাচ্চা দেয়।

II NL

সাদা লতাবলি/বলি হাঙ্গর/মুইট্যা হাঙ্গর
Graceful shark *Carcharhinus amblyrhynchoides*

সাদা লতাবলি হাঙ্গর দেখতে ঘ-বলি ও ভোঁতা বলি হাঙ্গরের মতো। তবে পায়ুপাখনা বাদে অন্যান্য পাখনার চূড়া/আগা কালচে। স্ত্রী হাঙ্গর ৯-১০ মাস গর্ভধারণের পর ১-৯টি বাচ্চা দেয়। এরা উপকূলীয় এলাকায় পানির তলদেশে প্রায় ১৬০ ফুট গভীরতায় বাস করে।

I II

তিমি হাঙ্গর
Whale shark *Rhincodon typus*

তিমি হাঙ্গর পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মাছ যা প্রায় ৪০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের ধূসর-নীলচে পুরু চামড়ার উপরে সাদা রঙের ফোঁটা এবং ডোরাকাটা দাগ থাকে যা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা। স্ত্রী হাঙ্গর সাধারণত ৩০ বছর বয়সে বাচ্চা দেওয়া শুরু করে। নরম স্বভাবের দৈত্যাকার এই হাঙ্গর প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

আপনি জানেন কি?

বেশিরভাগ হাঙ্গর ও প্রায় সকল শাপলাপাতা মাছের প্রজাতি, বিশেষত স্ত্রীদের বেঁচে থাকার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে যদি সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে এদেরকে নিরাপদে সমুদ্রে ছাড়া হয়।

II NL

ইলিশা বলি/কালা লতাবলি হাঙ্গর
Blacktip shark *Carcharhinus limbatus*

অপ্রাপ্তবয়স্ক **ইলিশা বলি হাঙ্গরের** সব পাখনার চূড়া/আগা কালো থাকে তবে প্রাপ্তবয়স্কদের পায়ুপাখনার চূড়া/আগা কালো নয়। এরা ৯ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং দলবদ্ধভাবে নদীর মুখ বরাবর উপকূলীয় এলাকা, অগভীর মোহনা ও ম্যানগ্রোভ এলাকায় বাস করে। স্ত্রী হাঙ্গর ৭ বছর বয়সে বাচ্চা দেওয়া শুরু করে এবং প্রতি বছর সর্বোচ্চ ১১টি বাচ্চা দেয়।

NL NL

সাদা লতাবলি হাঙ্গর
Milk shark *Rhizoprionodon acutus*

বাংলাদেশে প্রায়শই **সাদা লতাবলি হাঙ্গর** ধরা পড়ে ও মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে বিক্রয় করা হয়। এরা দেখতে কোদলনাক/ছুরি হাঙ্গরের মতো তবে চোখের পিছনে ৮টির বেশি ছোট ছিদ্র থাকে। এদের মুখের শেষে ঠোঁটের প্রান্তীয় ভাঁজগুলো লম্বা। এরা প্রায় ৬ ফুট লম্বা এবং উপকূলীয় তীরবর্তী এলাকা থেকে ৬৬০ ফুট পর্যন্ত গভীরতায় বাস করে। স্ত্রী হাঙ্গর লম্বায় ৩ ফুট হলে বাচ্চা দিতে সক্ষম হয় এবং ১-৮টি বাচ্চা দেয়।

NL NL

ছুরি টুইটেগ/গুলে হাঙ্গর
Hound sharks *Iago* spp.

গুলে হাঙ্গরগুলো আকারে ছোট। এদের চোখ ডিম্বাকৃতির এবং মুখের শেষে ঠোঁটের প্রান্তীয় ভাঁজগুলো লম্বা। কিছু প্রজাতি অস্পষ্ট ছোপ ছোপ দাগযুক্ত তবে বেশিরভাগ প্রজাতির ক্ষেত্রেই এ বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। এরা প্রায় ২ ফুট লম্বা এবং ৩৬০ ফুট থেকে কমপক্ষে ৩,২৮০ ফুট পর্যন্ত গভীরতায় বাস করে। এদের প্রজনন সম্পর্কিত তথ্য অপ্রতুল।

I কঠোরভাবে রক্ষিত | II কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত | NL বিধিনিষেধ নেই | I আমদানি/রপ্তানি নিষিদ্ধ | II আমদানি/রপ্তানিতে সাইটিস সনদ প্রয়োজন | NL আমদানি/রপ্তানিতে বিধিনিষেধ নেই

হাঙ্গর

শাপলাপাতা মাছ

বিপদাপন্ন হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছ বাংলাদেশে রক্ষিত

স্বাস্থ্যকর বাস্তুতন্ত্র এবং টেকসই উৎপাদনশীল মৎস্যসম্পদ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার বিপদাপন্ন হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছসহ অন্যান্য সামুদ্রিক বন্যপ্রাণী রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে কাজ করে।

- I তফসিল ১ : কঠোরভাবে রক্ষিত - হত্যা, স্থলে অবতরণ, ক্রয়-বিক্রয় বা খাওয়া যাবে না।
- II তফসিল ২ : কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত - হত্যা, স্থলে অবতরণ, ক্রয়-বিক্রয় বা খাওয়ার জন্য বন বিভাগের অনুমতি প্রয়োজন ।
- NL তালিকাভুক্ত নয় : কোনো বিধিনিষেধ নেই।

বাংলাদেশ বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক কনভেনশন, সাইটিস (CITES) -এ স্বাক্ষরকারী দেশ। এই কনভেনশন বিশ্বব্যাপী হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে।

- I সাইটিস পরিশিষ্ট ১ : কঠোরভাবে রক্ষিত, আমদানি বা রপ্তানি করা নিষেধ।
- II সাইটিস পরিশিষ্ট ২ : কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত, আমদানি বা রপ্তানি করতে সাইটিস সনদ প্রয়োজন।
- NL তালিকাভুক্ত নয় : আমদানি বা রপ্তানি করতে বিধিনিষেধ নেই।

বন অধিদপ্তর জাতীয় পর্যায়ে সাইটিস (CITES) ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা, বন্যপ্রাণী আইন প্রয়োগ, এবং বন্যপ্রাণীর অবৈধ বাণিজ্য রোধের মাধ্যমে বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও বুনো উদ্ভিদ সুরক্ষায় নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

সাসটেইনেবল ফরেস্টস অ্যান্ড লাইভলিহুডস (SUFAL) প্রকল্পের অর্থায়নে এবং ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটির (WCS) কারিগরি সহযোগিতায় বিপন্ন প্রজাতির হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছ রক্ষায় বন অধিদপ্তর কাজ করছে।

ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান, সংরক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম দ্বারা মানুষকে প্রকৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী এবং এদের আবাসস্থল রক্ষার কাজ করে আসছে। বিস্তারিত জানতে https://bangladesh.wcs.org ভিজিট করুন।

হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ বিলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন

বিশ্বব্যাপী প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের প্রজাতি আজ বিলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন। বেশিরভাগ হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ ধীরে বড় হয়, দেরিতে বাচ্চা দেওয়া শুরু করে ও স্বল্প সংখ্যক বাচ্চা দেয়। এদেরকে প্রচুর পরিমাণে মারা হয় কারণ স্থানীয়ভাবে ও বিশ্বব্যাপী এদের দেহাংশের চাহিদা ব্যাপক। একারণেই এরা আজ বিলুপ্ত হওয়ার পথে।

রক্ষিত প্রজাতির হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছ হত্যা বা এর দেহাংশ ক্রয়-বিক্রয়, খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

সাধারণত সব হাঙ্গর ও পিতাম্বরির পিঠ ও লেজপাখনার উভয় তল একই রঙের হয়।

সাধারণত সব হাঙ্গর ও পিতাম্বরির পার্শ্বপখনার উপরিতলের চেয়ে নিচতলের রং কিছুটা হালকা হয়।

হাতুড়ি হাঙ্গর — ১ম পিঠপাখনা বেশ লম্বা ও সরু

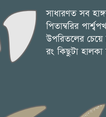

কাস্তে হাঙ্গর — ১ম পার্শ্বপাখনাদ্বয় বেশ লম্বা ও সরু

পিতাম্বরি (Wedgefishes) — পাখনাসমূহ মসৃণ ও চকচকে

পিতাম্বরি (Guitarfishes) — পাখনাসমূহ অমসৃণ

শিংচোয়াইন এর ফুলকাপ্লেট — চামড়া — মাংস

রক্ষিত হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতের মাছকে অবশ্যই নিরাপদে অবমুক্ত করতে হবে।

যত দ্রুত সম্ভব হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছকে পানিতে ছেড়ে দিন।

মাথা, শিং, লেজ বা ফুলকাছিদ্র ধরে প্রাণীটিকে টেনে তোলা বা সরানো যাবে না।

প্রাণীটির শরীরের কোনো অংশ কাটা যাবে না।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট হটলাইন ঃ ০১৯৯৯-০০০০৯৫, ০১৭১৩-০৭৬৬৮৩, ০১৯১৬-০৯৫৬৪৩; ডাব্লিউসিএস হটলাইন ঃ ০১৬১২-২২৮৮০০
বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের ফোন নাম্বারসমূহ ঃ পটুয়াখালী: ০১৯৯৯-০০১৫৪১; খুলনা: ০১৯৯৯-০০৫৮৪৪, ০১৯৯৯-০০৫৮৯১; নোয়াখালী: ০১৯৯৯-০০৪৪৪৪; কক্সবাজার: ০১৯৯৯-০০৩৬৬৬, ০১৯৯৯-০০৪০০০; চট্টগ্রাম: ০১৯৯৯-০০২৮৩৮, ০১৯৯৯-০০৮৩০০; বাগেরহাট: ০১৯৯৯-০০৫০৭৬; ভোলা: ০১৭১১-৪৮১২৫৩

SUFAL — বন অধিদপ্তর — THE WORLD BANK IBRD · IDA | WORLD BANK GROUP — Wildlife Conservation Society

শাপলাপাতা জাতের মাছ

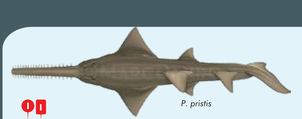

P. pristis

I I

করাত মাছ/খান্দা মাগর/খটক/আইশা
Sawfish Pristidae

করাত/খটক মাছের পার্শ্বপাখনা বেশ চওড়া। এদের লম্বা ও চ্যাপ্টা নাকের বর্ধিতাংশ করাতের মতো যার দুইপাশে সারিবদ্ধভাবে সাজনো দাঁত সদৃশ গঠন থাকে। করাত/খটক মাছ ১৬ ফুটেরও বেশি লম্বা হয়। এরা ১০-২০ বছর বয়সে বাচ্চা দেওয়া শুরু করে এবং প্রায় ৩০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত তিন প্রজাতির করাত/খটক মাছ পাওয়া গেছে। এরা ম্যানগ্রোভ, মোহনা, এবং উপকূলীয় পানিতে বাস করে।

Glaucostegiidae, Rhinidae, Rhinobatidae

I II

নাঙলা/পিতাম্বরি/ব্যাঙ হাঙ্গর
Guitarfish & Wedgefish
Glaucostegiidae, Rhinidae, Rhinobatidae

পিতাম্বরি বা নাঙলা পানির তলদেশে বাস করে। এদের দেহ চ্যাপ্টা, ত্রিকোণাকার ও লেজ মোটা, সব মিলিয়ে দেখতে গিটারের মতো। কিছু পিতাম্বরি ও নাঙলার (guitarfish) ক্ষেত্রে লেজের উপরের ও নিচের পাখনা একত্রিত তবে কিছু ক্ষেত্রে (wedgefish) আলাদা হয়। আমাদের উপকূলীয় ও মোহনা এলাকায় এখন পর্যন্ত ১০ প্রজাতির পিতাম্বরি বা নাঙলা পাওয়া গেছে। স্ত্রী পিতাম্বরি বা নাঙলা মানুষের মতো ৯ মাস গর্ভধারণ করে এবং প্রতি ২-৩ বছরে ১০টি বাচ্চা দেয়।

M. birostris

I II

শিংচোয়াইন/দেউমাছ/লুইমনি
Manta & Devil rays Mobulidae

শিংচোয়াইন মাছের দেহ হীরক-আকৃতির এবং পার্শ্বপাখনাগুলো পাখির ডানার মতো। এদের মাথার অগ্রভাগে শিং-এর মতো দেখতে দু'টি মাংসল অংশ থাকে। এরা উপকূলীয় এলাকায় জন্ম নেয় এবং বড় হয়ে গভীর পানিতে চলে যায়। শিংচোয়াইন আকারে বিশাল হলেও এরা ফুলকাপ্লেট ব্যবহার করে পানি থেকে ছেঁকে ছোট ছোট জীব খায়। এদের ফুলকাপ্লেট চড়া দামে চীন দেশে অবৈধভাবে রপ্তানি করা হয়।

শাপলাপাতা মাছের মধ্যে সাদাপীঠ শিংচোয়াইন/লুইমনি *M. birostris* আকারে সবচেয়ে বড়। এরা প্রায় ৩০ ফুট চওড়া এবং ওজনে ২ টন বা ৫০ মণ হয় এবং ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে। স্ত্রী শিংচোয়াইন তাদের পুরো জীবনে মাত্র ১০টি বাচ্চা দেয়।

M. mobular

ছোট শিংচোয়াইনগুলো দেখতে সাদাপীঠ শিংচোয়াইনের মতো তবে আকারে ছোট। এরা প্রায় ১১ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয় এবং ৫-১০ বছর বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। স্ত্রী ছোট শিংচোয়াইন কয়েক বছর পর পর মাত্র ১টি বাচ্চা দেয়।

I NL

পাইন্যা/বাইল্যা/মিঠা পানির শাপলাপাতা
Giant freshwater whipray *Urogymnus polylepis*

পাইন্যা/বাইল্যা/মিঠাপানির শাপলাপাতা মাছ চওড়ায় ৭ ফুট এবং ওজনে ১৫ মণ পর্যন্ত হয়। বিশালাকার দেহের পাশাপাশি এদের নাকের সূঁচালো বর্ধিতাংশ ও দেহের নিচতলের বাদামি কিনারা ও ফোঁটা ফোঁটা দাগ দ্বারা এদের সনাক্ত করা যায়। এরা ধীরে বড় হয় এবং স্বল্প সংখ্যক বাচ্চা দেয়। স্ত্রী পাইন্যা/বাইল্যা শাপলাপাতা মাছ প্রতিবারে ১-৩টি বাচ্চা দেয়। নাম অনুসারে, এই বিশালাকারের শাপলাপাতা মাছ মিঠাপানির নদী, মোহনা ও উপকূলীয় এলাকার কর্দমাক্ত তলদেশে বাস করে।

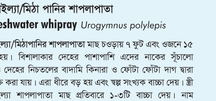

I NL

রাম্মি/চুনি শাপলাপাতা
Bleeker's whipray *Pateobatis bleekeri*

রাম্মি/চুনি শাপলাপাতা মাছের পাখনাসমূহের চূড়া/আগা গোলাকার, নাকের বর্ধিতাংশ সূঁচালো। এদের দেহের উপরে ফ্লাস্ক-আকৃতির অমসৃণ ত্বকে আড়াআড়ি দাগ এবং কাঁধের দিকে একটি বড় মুক্তাকে ঘিরে কয়েকটি ছোট মুক্তা রয়েছে। এরা ৪ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয় তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছোট আকারের শাপলাপাতাগুলো অবতরণ হয়। স্ত্রী শাপলাপাতা মাছ প্রায় ২০ ইঞ্চি চওড়া হলে বাচ্চা দেওয়া শুরু করে এবং প্রতিবারে ১-২টি বাচ্চা দেয়। এরা ম্যানগ্রোভ জলাশয়, মোহনা ও উপকূলীয় এলাকায় ১৩০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত কর্দমাক্ত তলদেশে বাস করে।

I NL

ফুল শাপলাপাতা/জাতি শাপলাপাতা
Whitespotted whipray *Maculabatis gerrardi*

হীরক আকৃতির ফুল/জাতি শাপলাপাতা মাছের দেহ ৪ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়। এদের চওড়া ত্রিকোণাকার নাকের বর্ধিতাংশে স্ফীত প্রান্ত আছে। প্রাপ্তবয়স্কদের পিঠে অমসৃণ বা খসখসে চামড়া থাকে। এদের কাঁধের দিকে ছোট ছোট সাদা ফোঁটা ও একটি বড় হলুদ মুক্তা আছে এবং দেহের নিচের অংশে অনেক সাদা ফোঁটা থাকে। এরা ম্যানগ্রোভ জলাশয়ে এবং উপকূলীয় পানিতে ১৯ ফুট গভীরতা পর্যন্ত বাস করে। স্ত্রী শাপলাপাতা মাছ প্রায় ২ ফুট চওড়া হলে বাচ্চা দেওয়া শুরু করে এবং প্রতিবারে ৫ ইঞ্চি চওড়া ২-৪টি বাচ্চা দেয়।

NL

টুইটা ঘাপরি/ফুল ঠোঁট্যা ঘাপরি
Eagle rays Myliobatidae, Aetobatidae

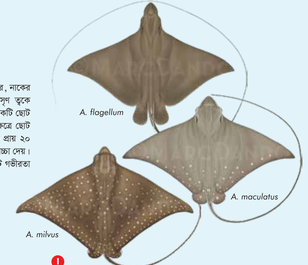

ঠোঁট্যা/টুইটা ঘাপরির দেহ হীরক আকৃতির এবং প্রায় ১০ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়। এদের পার্শ্বপাখনা ত্রিকোণাকার ও সরু মাথার দুই পাশে চোখ অবস্থিত। এদের পাখির ঠোঁটের মতো দেখতে নাকের বর্ধিতাংশ দেহ হতে সামান্য উঁচু ও সামনের দিকে বাড়ানো। এরা উপকূলীয় অগভীর, মোহনা বা খোলা সমুদ্রে বাস করে। স্ত্রী ঘাপরি প্রায় ১২ মাস গর্ভধারণের পর প্রতি দুই বছরে ৪-৭টি বাচ্চা দেয়। ঠোঁট্যা/টুইটা ঘাপরিদের দেহের উপরে ফোঁটা ফোঁটা দাগের বিন্যাস, ছোপ, আড়াআড়ি দাগ ও লেজে কাঁটার উপস্থিতি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতিদের সনাক্ত করা যায়।

A. flagellum — A. maculatus — A. milvus

I

বড়মাথা ঠোঁট্যা ঘাপরির *A. flagellum* শরীরে কোনো ফোঁটা নেই তবে এদের লেজে ১-২টি কাঁটা আছে। **চিত্রা ঠোঁট্যা ঘাপরি** *A. maculatus* ও **ফুল ঠোঁট্যা ঘাপরির** *A. milvus* পিঠে দাগ আছে তবে এদের লম্বা লেজে কোনো কাঁটা নেই।

A. nichofii — A. ocellatus

II

ডোরাকাটা ঠোঁট্যার *A. nichofii* দেহের উপরে ডোরাকাটা দাগ থাকে তবে লেজে কোনো কাঁটা থাকে না। **চিত্রা ঠোঁট্যার** *A. ocellatus* চোখের পিছনের ছিদ্র থেকে শুরু করে লেজের ৫ম কাঁটা পর্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা দাগ থাকে।

R. javanica — R. jayakari

I NL

ভোঁতা ঘাপরি
Cownose rays Rhinopteridae

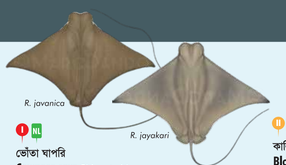

ভোঁতা ঘাপরির নাকের বর্ধিতাংশ গরুর নাকের মতো খাঁজওয়ালা ও চোখ সরু মাথার দুই পাশে অবস্থিত। এদের মসৃণ দেহ লম্বার চেয়ে চওড়ায় বড় এবং লেজের গোড়ায় এক বা একাধিক খাটো ও খাঁজযুক্ত কাঁটা থাকে। ভোঁতা ঘাপরিরা অগভীর মোহনা ও উপকূলীয় এলাকার কর্দমাক্ত তলদেশে বা ম্যানগ্রোভ এলাকার জলাশয়ে দলবদ্ধভাবে বাস করে। স্ত্রী ভোঁতা ঘাপরি প্রতিবারে ১টি বাচ্চা দেয়।

I NL

থ্যাবড়া নাক থাইন/হাঙরাইল
Roughnose cowtail ray *Pastinachus solocirostris*

থ্যাবড়া নাক থাইন/হাঙরাইলের লেজে আলাদাভাবে চওড়া ও মোটা চামড়া যুক্ত থাকে। এদের দেহ ছোট ও হীরক আকৃতির, কাঁধের অংশে বিভিন্ন আকারের মুক্তা ও কাঁটা থাকে। এরা সাধারণত মোহনা, প্রবাল ও কর্দমাক্ত উপকূলীয় অগভীর এলাকা থেকে ২০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত বাস করে। বাংলাদেশে বাসকারী তিনটি হাঙরাইল শাপলাপাতা মাছের মধ্যে একমাত্র থ্যাবড়ানাক হাঙরাইল আইন দ্বারা রক্ষিত। থ্যাবড়ানাক হাঙরাইলের কাঁধের মাঝ বরাবর দু'টি বড় মুক্তা থাকে এবং নাকের বর্ধিতাংশ লম্বা ত্রিকোণাকার ও সূঁচালো।

II NL

জাকিনের ঘন্টি/ঘুড়ি শাপলাপাতা
Jenkins' whipray *Pateobatis jenkinsii*

লম্বাটে ও হীরক আকৃতির ঘন্টি শাপলাপাতা মাছের দেহ প্রায় ৫ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়। এদের নাকের বর্ধিতাংশ বেশ চওড়া ও চূড়া/আগা ভোঁতা। এদের পিঠের দিকে কাঁধের মাঝ বরাবর থেকে লেজকাঁটা পর্যন্ত অমসৃণ চামড়ার একটা অংশ রয়েছে। এদের দেহের নিচতল সাদা। এরা সাধারণত উপকূলীয় এলাকার অগভীর কর্দমাক্ত তলদেশে বাস করে।

II NL

কালি/কালাফোঁটা শাপলাপাতা
Blotched stingray *Taeniurops meyeni*

কালি/কালাফোঁটা শাপলাপাতা মাছ প্রায় ৬ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়। এদের শরীর গোলাকার, প্রাপ্তবয়স্কদের পিঠে ছোট কাঁঠাল কাঁটার মতো অংশ এবং কালো ও সাদা ছোপ ছোপ দাগ থাকে। এদের ছোট লেজের শেষ মাথা পর্যন্ত একটা গভীর ভাঁজ রয়েছে। এরা সাধারণত উপকূলীয় অগভীর পানিতে বাস করে তবে ১,০০০ ফুটেরও বেশি গভীরতায় পাওয়া যায়।

H. undulata — H. leoparda — H. uarnak

II NL

বাঘা/চিতা/হরিণ/জালি শাপলাপাতা
Patterned whiprays *Himantura* spp.

বাঘা/চিতা/হরিণ/জালি শাপলাপাতা মাছের পিঠে স্পষ্ট ফোঁটা ও আংটি সদৃশ দাগের পাশাপাশি হৃদপিন্ডাকার বা গোলাকার মুক্তা ও ছোট কাঁটা থাকে। এদের দেহ প্রায় ৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এরা অগভীর ম্যানগ্রোভ জলাশয়, মোহনা, উপকূলীয়, প্রবাল, এমনকি মিঠাপানিতে বাস করে।

II NL

সাদাদাগী বাদা শাপলাপাতা
Mangrove whipray *Urogymnus granulatus*

সাদাদাগী বাদা শাপলাপাতা মাছের দেহ ডিম্বাকৃতির। এরা প্রায় ৫ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়। দেহের উপরের পুরো অংশ অমসৃণ ও ছোট সাদা ফোঁটা ও গাঢ় চিকন দাগযুক্ত। দেহের নিচতল সাদা তবে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে কালো ছোপ ছোপ দাগযুক্ত। লেজে ১-২টি কাঁটা থাকে এবং এর পরের অংশ সাদা। এরা সাধারণত ম্যানগ্রোভ, মোহনা, প্রবাল বা উপকূলীয় অগভীর পানিতে বাস করে। তবে প্রাপ্তবয়স্কদের ৩০০ ফুট গভীর পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

N. lingula — N. brevilabiata — N. timlei

II NL

কারেন্ট মাছ
Patterned numbfishes Narcinidae

কারেন্ট মাছ আকারে অনেক ছোট, মাত্র ১ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের শরীর চ্যাপ্টা, চোখ বেশ ছোট ও নাকের বর্ধিতাংশ প্রশস্ত। এদের পিঠপাখনা দু'টি ছোট ও গোলাকার এবং একটি শক্তিশালী লম্বা লেজের সাথে যুক্ত। লেজটি শরীরের চেয়ে দৈর্ঘ্যে বড়। এদের মাথার দুই পাশে ত্বকের নীচে কিডনি-আকৃতির অঙ্গ থাকে যা স্পর্শ করলে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক শক দেয়। এরা পানির তলদেশে আস্তে আস্তে চলে এবং সম্ভবত উপকূলীয় অগভীর এলাকায় বাচ্চা দেয়, তবে প্রাপ্তবয়স্করা খোলা সমুদ্রে বাস করে। আইনে রক্ষিত কারেন্ট মাছদের পিঠ, মসৃণ শরীর ও লেজে বিভিন্ন রঙের ছোপ ছোপ দাগ থাকে।

NL NL

বামন লেজি শাপলাপাতা
Shorttail whipray *Maculabatis bineeshi*

বামন লেজি শাপলাপাতা মাছের মাথা ছোট, নাকের বর্ধিতাংশ দীর্ঘ ত্রিভুজাকার ও প্রথম পার্শ্বপাখনা সরুভাবে গোলাকার। এদের পিঠে কাঁধ বরাবর ১-৩টি মুক্তা রয়েছে যার মধ্যে মাঝেরটি বড়। বামন লেজি শাপলাপাতা মাছ আমাদের উপকূলীয় অগভীর পানিতে বাস করলেও আমরা এর সম্পর্কে অল্প জানি। এরা প্রচুর পরিমাণে অবতরণ ও বিক্রয় হয়।

NL NL

নাকপুরা/নপরা/নীলফোঁটা শাপলাপাতা
Maskrays *Neotrygon* spp.

নীলফোঁটা শাপলাপাতা মাছের শরীর ঘুড়ি আকৃতির। এদের পিঠের দিকে উজ্জ্বল নীল ফোঁটা ও চোখের চারপাশে মুখোশের মতো দাগ থাকে। এদের লেজে সাদা ও কালো আড়াআড়ি দাগ থাকে। এই ছোট শাপলাপাতা মাছগুলো প্রবাল এলাকাসহ অগভীর উপকূলীয় এলাকা থেকে ৩৩০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত বাস করে। স্ত্রী শাপলাপাতা মাছ প্রতিবারে মাত্র ২টি বাচ্চা দেয়।

G. poecilura — G. zonura — G. tentaculata

II NL

প্রজাপতি/বাদুড়/পদুনি/পদ্মমামনি
Butterfly rays Gymnuridae

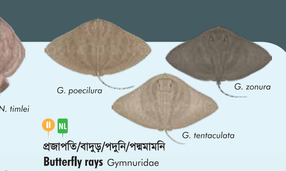

প্রজাপতি/পদুনি শাপলাপাতা মাছ আকারে ছোট। এদের মসৃণ দেহ লম্বার তুলনায় অনেক বেশি চওড়া। ছোট সরু লেজে সাধারণত কালো আড়াআড়ি দাগ থাকে যা প্রজাতিভেদে ভিন্ন। এদের লেজের গোঁড়ায় ছোট পিঠপাখনা অবস্থিত এবং কিছু প্রজাতির লেজকাঁটা রয়েছে। এরা সাধারণত অগভীর উপকূলীয় ও মোহনা এলাকায় বাস করে। প্রজাতিভেদে স্ত্রী শাপলাপাতা মাছ মোহনা এলাকায় প্রতিবারে ১-৭টি বাচ্চা দেয়।

NL NL

খাঁজহীন চোখামুখ ফাইস্যি/হাউস
Bengal whipray *Brevitrygon imbricata*

খাঁজহীন চোখামুখ ফাইস্যি আকারে অনেক ছোট এবং শাপলাপাতা মাছের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে অবতরণ ও বিক্রয় হয়। এরা প্রায় ১০ ইঞ্চি চওড়া হয়। এদের নাকের বর্ধিতাংশ সূঁচালো এবং দেহের উপরিতলের প্রান্ত ফ্যাকাশে। এদের দেহে কোনো কাঁটা নেই, তবে লেজের গোড়া হতে ৬টি বড় কাঁঠালকাঁটা সদৃশ কাঁটা এবং ২টি লেজকাঁটা আছে। এরা উপকূলীয় অগভীর এলাকা থেকে প্রায় ১৮০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত বাস করে। স্ত্রী শাপলাপাতা মাছ ৬ ইঞ্চি চওড়া হলে বাচ্চা দেওয়া শুরু করে।

NL NL

ঘুড়ি/ঘন্টি শাপলাপাতা
Bennett's stingray *Hemitrygon bennetti*

মাঝারী আকারের ঘুড়ি শাপলাপাতা মাছের দেহের নিচতলে হলুদাভ ও সাদা প্রান্ত থাকে। দেহের উপরিতলে মধ্যরেখা বরাবর ছোট কাঁটার সারি আছে। এই কাঁটাসমূহ লেজের দিকে বড় হতে থাকে তবে লেজকাঁটার আগে শেষ হয়। স্ত্রী শাপলাপাতা মাছ চওড়ায় ৮ ইঞ্চি হলে বাচ্চা দেওয়া শুরু করে। এরা মোহনা, উপকূলীয় অগভীর ও প্রবাল এলাকার আশেপাশে ১৬০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত বাস করে।

I কঠোরভাবে রক্ষিত — II কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত — NL বিধিনিষেধ নেই — I আমদানি/রপ্তানি নিষিদ্ধ — II আমদানি/রপ্তানিতে সাইটিস সনদ প্রয়োজন — NL আমদানি/রপ্তানিতে বিধিনিষেধ নেই